বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ।

কলিকাতা,
৬নং কলেজ-স্কোয়ার, সাম্য-যন্ত্রে,
শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৯০৫।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ।

লর্ড কার্জ্জনের হুকুমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, দার্জ্জিলিং ব্যতীত সমস্ত রাজসাহী বিভাগ, মালদহ জেলা এবং কোচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্য বঙ্গদেশ হইতে ছিন্ন হইল। বাঙ্গলার এই ছিন্ন অংশ এবং আসাম—"পূর্ব্ব বাঙ্গলা ও আসাম" নামে অভিহিত হইবে। এই নূতন প্রদেশ শাসনের জন্য একজন ছোটলাট নিযুক্ত হইবেন। এখানে ব্যবস্থাপক সভা ও রেভিনিউ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইবে ও কলিকাতা হাইকোর্টের এলাকা থাকিবে। এই প্রদেশের লোকসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ, তন্মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু।

আমরা ৪ কোটি ২৮ লক্ষ বাঙ্গালী একত্র ছিলাম, লর্ড কার্জ্জন আমাদিগকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিলেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের চব্বিশপরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, খুলনা এবং বর্দ্ধমান বিভাগের—বর্দ্ধমান, হুগলী, হাবড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, বাঙ্গলার এই ১০ জেলা বঙ্গদেশের মধ্যে রহিল।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, মালদহ প্রভৃতি ১৪ জেলা এবং কোচবিহার রাজ্য ও ত্রিপুরা রাজ্য—বাঙ্গলা দেশ হইতে পৃথক করিয়া "পূর্ব্ব বাঙ্গলা ও আসামের" সামিল করা হইল।

প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগে বাঙ্গালীর সংখ্যা ১ কোটি ৭২ লক্ষ, এই ১ কোটি ৭২ লক্ষ বাঙ্গালী বঙ্গদেশে রহিল, আর ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিভাগের ২ কোটি ৫৬ লক্ষ বাঙ্গালী বঙ্গদেশ হইতে দূরীকৃত হইল।

অতঃপর বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা ১ কোটি ৭২ লক্ষ, বেহারীর সংখ্যা ২ কোটি ৪২ লক্ষ, উড়িয়ার সংখ্যা ৭৫ লক্ষ, ছোটনাগপুরবাসীর সংখ্যা ৪৯ লক্ষ থাকিবে।

পশ্চিম বঙ্গের অনিষ্ট।

পশ্চিম বঙ্গের আর রহিল কি? বঙ্গদেশের ৫ কোটি ৩০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা ১ কোটি ৭২ লক্ষ মাত্র হইল। বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্প, বেহারীর সংখ্যা বেশী হইল। সুতরাং বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর প্রাধান্য চিরকালের তরে অস্তমিত হইল।

এখন হইতে ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালীর সংখ্যা কম হইবে। ব্যবস্থাপক সভায় বেহার ও ছোটনাগপুরের প্রতিনিধিদেরই প্রাধান্য হইবে।

উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের জমিদার ও শিক্ষিত লোকের সাহায্যের অভাবে পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালী আর আপনার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিতে পারিবে না।

যে হাইকোর্ট বাঙ্গালীকে শাসক সম্প্রদায়ের অত্যাচার হইতে চিরদিন আশ্রয় দিয়াছে, সেই হাইকোর্ট ক্রমে চীফকোর্টে পরিণত হইয়া শাসকদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইবে। কলিকাতায় আর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যারিষ্টার, উকীল ও এটর্ণীর প্রাধান্য থাকিবে না।

বাঙ্গালীর প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগ ব্যতীত আর কোথাও রাজকার্য্য পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের ব্যবসায়ীদের দ্বারাই কলিকাতার বাণিজ্য পরিপুষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের ব্যবসায়িগণ ক্রমে কলিকাতা পরিত্যাগ করিবেন, তখন কলিকাতা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। কলিকাতা বাণিজ্যের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইবে না।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ, ৪টি মিশনরী কলেজ ও ৬টি স্বাধীন কলেজে হাজার হাজার ছাত্র পাঠ করিতেছে, কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি কলেজ উঠিয়া যাইবে। কলিকাতা যে বঙ্গের জ্ঞান রাজ্যের রাজধানী ছিল, সে সুখ্যাতি নষ্ট হইবে।

সমস্ত বঙ্গ ছোটলাট ও তাঁহার অমাত্যবর্গের গুরু বেতনের ভার বহন করিত, এক পশ্চিম বঙ্গ সেই ভার বহন করিবে। গবর্ণমেণ্টের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পশ্চিম বঙ্গবাসীদের স্কন্ধে দুর্ব্বহ করভার ন্যস্ত হইবে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালী তেজ বীর্য্যহীন হইয়া সংহার প্রাপ্ত হইবে।

বঙ্গে ১ কোটি ৭২লক্ষ বাঙ্গালী রহিল। পাটনা বিভাগে এবং মালদহ ব্যতীত ভাগলপুর বিভাগে ২ কোটি ৪২ লক্ষ বেহারীর বাস। এখনই দেখা যায়, বাঙ্গালী বেহারের স্কুলে ও কলেজে পড়িবার সুবিধা পায় না, বাঙ্গালার বেহারে চাকুরী পাওয়া কঠিন হইয়াছে, বাঙ্গালীরা বেহারে বাস করে, ইংরেজদের এমন ইচ্ছা নয়। যখন বাঙ্গালীর সংখ্যা হ্রাস হইবে, যখন বাঙ্গালীর সংখ্যা ১ কোটি ৭২ লক্ষ এবং বেহারীর সংখ্যা ২ কোটি ৪২ লক্ষ হইবে, তখন গবর্ণমেণ্ট কি সংখ্যার আধিক্য হেতু বেহারীদিগের উপকারের জন্যই অধিক চেষ্টা করিবেন না? তখন বাঙ্গালীর গতি কি হইবে?

বঙ্গদেশে বিহারের নীলকর ও অন্যান্য ব্যবসায়ী ইংরেজদের আধিপত্যের সুবিধা হইবে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষরূপে ইংরেজদের বণিক

সমিতি ও ইংরেজ দোকানদের সমিতির অধীন হইয়া পড়িবেন ও তাহাদেরই স্বিধার দিকে দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইবেন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার ক্ষতি।

যেমন পশ্চিম বঙ্গের, তেমনই পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের মহা অকল্যাণ হইবে। লর্ড কার্জন আশ্বাস দিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে ছোটলাট নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার এক ব্যবস্থাপক সভা হইবে। এই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন, কি জন সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন, গবর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে নির্ব্বাক রহিয়াছেন। লর্ড কার্জ্জনকে নির্ব্বাক দেখিয়া মনে হয়, ব্যবস্থাপক সভা গবর্ণমেণ্টের মনোনীত লোকের দ্বারাই গঠিত হইবে।

গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ নবগঠিত প্রদেশ কলিকাতা হাইকোর্টের অধীন রাখিবেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অনতিবিলম্বেই যে নূতন প্রদেশে চীফ কোর্ট স্থাপন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। নূতন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট যখন দেখিবেন, যে কলিকাতা হাইকোর্টের জজেরা নবপ্রদেশের জজদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে ধমক দিতেছেন, তখন নূতন প্রদেশে চীফকোর্ট স্থাপন করিতে ব্যগ্র হইবেন। বঙ্গদেশে যে আইন প্রচলিত, নূতন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা সে আইনের পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য আইন করিতে পারিবেন। উভয় প্রদেশে একই বিষয়ে পৃথক্ আইন হইলে, হাইকোর্টের জজদের পক্ষে তদনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা সহজ সাধ্য হইবে না। তখন হাইকোর্ট নূতন প্রদেশ নিজের এলাকার বহির্ভূত করিতে নিশ্চয়ই অনুরোধ করিবেন। তখন নূতন প্রদেশে নিশ্চয়ই চীফকোর্ট স্থাপিত হইবে। সচরাচর সিবিলিয়ানগণ চীফকোর্টের প্রধান জজ

হইবেন, সুতরাং জন সাধারণকে শাসক সম্প্রদায়ের অত্যাচার হইতে তখন কে রক্ষা করিবে ?

লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন, ঢাকা নূতন প্রদেশের রাজধানী হইবে। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, বহুদিন ঢাকায় রাজধানী থাকিবে না। কে কবে শুনিয়াছে, সমুদ্র তীরে স্থান থাকিতে, ভারতের কোন প্রদেশের রাজধানী সমুদ্র হইতে দুই শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত হইয়াছে ? বণিকেরা ভারতে প্রভূত ক্ষমতাশালী। তাঁহারা কখনও ঢাকায় রাজধানী থাকিতে দিবেন না। ছোটলাটও কি শিলং এর সুশীতল মনোহর শৈলাবাস পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে চাহিবেন ?

নূতন প্রদেশ গঠনের ব্যয়ভার বহন করিতে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের উন্নতি অর্দ্ধ শতাব্দীর জন্য বন্ধ থাকিবে। কলিকাতার মত প্রাচীন সহরে ১৫ মাইল রাস্তা করার জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। একটা নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিতে, ছোটলাটের প্রাসাদ, আফিস প্রভৃতি তৈয়ার করিতে ১৪।১৫কোটি টাকার কম ব্যয় হইবে না। এই ১৪কোটি টাকা নূতন প্রদেশের লোকদের নিকট হইতেই আদায় করা হইবে।

নূতন প্রদেশের ছোটলাটের জন্য সৈন্য রাখিতে হইবে; সুতরাং সৈন্যাবাস নির্ম্মাণ করিতে হইবে, ইহাতেও অনেক অর্থের প্রয়োজন হইবে, সুতরাং জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বেশী অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হইবে না।

ছোটলাট ও তাঁহার সেক্রেটারীদের বেতন ইত্যাদির জন্য বৎসরে ১১ লক্ষ টাকার কম কখনও ব্যয় হইবে না। সমস্ত বঙ্গের ৭ কোটি লোক যে ব্যয়ভার বহন করিত, নূতন প্রদেশের ৩ কোটি ১০লক্ষ লোক সেই ব্যয় বহন করিবে। এই ব্যয়ভারে কি পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসাম নিষ্পেষিত হইবে না ?

নূতন প্রদেশে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পুষা কৃষি কলেজ ও মিশনারী ও স্বাধীন কলেজ সমূহের মত বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করা অসম্ভব। সুতরাং নূতন প্রদেশবাসীদের শিক্ষার অবনতি অনিবার্য্য।

নূতন প্রদেশে আসামের চাকর সম্প্রদায়ের আধিপত্যের বৃদ্ধি হইবে। তাহারাই সর্ব্বে সর্ব্বা হইবে। তাহারা যখন যাহা বলিবে, গবর্ণমেণ্ট তাহাই করিতে বাধ্য হইবেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাদেরই সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন ও দেশের টাকা তাহাদের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য ব্যয় করা উচিত মনে করিবেন।

বাঙ্গালীর ক্রন্দন অগ্রাহ্য হইল।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত গঞ্জাম জেলা ও ভিজিগাপত্তমের দেশীয় রাজ্য সমূহ, বঙ্গের অন্তর্গত করার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু মান্দ্রাজের জনসাধারণ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজের সহৃদয় গবর্ণর লর্ড এমথিল প্রজার হৃদয়ের ব্যথা বুঝিতে পারিয়া ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারত গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজের অঙ্গচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড কার্জ্জনের একান্ত আজ্ঞাবহ নহেন, সুতরাং মান্দ্রাজের অঙ্গে ছুরি বিদ্ধ করিতে পারিলেন না।

ছোটনাগপুরের অনেক স্থান মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত করার প্রস্তাব হইয়াছিল। ছোটনাগপুর কয়লা ও লোহার ব্যবসায়ের জন্য সুবিখ্যাত। কলিকাতার ইংরেজ বণিক বলিয়াছিলেন, "ছোটনাগপুর বঙ্গের অঙ্গচ্যুত হইবে না" লর্ড কার্জ্জন অমনি সে প্রস্তাব পরিহার করিলেন।

মান্দ্রাজের গবর্ণরের প্রতিবাদে মান্দ্রাজের অঙ্গচ্ছেদ হইল না। বঙ্গের প্রধান লোকেরা বঙ্গের ছোটলাটের নিকট গমন করিয়া বঙ্গদেশকে অক্ষত রাখিবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। ছোটলাট মুখে কত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহার যে আপত্তি আছে, তিনি তাহা স্বহস্তে লিখিয়া লইয়াছিলেন, বঙ্গবাসীর মনের কথা বড়লাটকে জানাইতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ আসামের সামিল করিতে লর্ড কার্জ্জনকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ছোটলাট যদি আপত্তি করিতেন, তবে লর্ড কার্জ্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিতে কখনও সাহসী হইতেন না।।

৩ কোটি বাঙ্গালীর প্রার্থনা উপেক্ষিত হইল, কিন্তু জন কয়েক কয়লা ব্যবসায়ী ইংরেজের আপত্তিতে লর্ড কার্জ্জন ছোটনাগপুর বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সাহসী হইলেন না।

ছোটনাগপুরের যশপুর, সরগুজা, উদয়পুর, কোরিয়া ও চাঙ্গভাকর রাজ্যের লোক হিন্দি ভাষায় কথা বলে। মধ্য প্রদেশের লোকও হিন্দি ভাষায় কথা বলে। এই হেতু প্রদর্শন করিয়া ঐ ৫টি রাজ্য মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত করিয়াছেন। মধ্য প্রদেশের সম্বলপুর জেলা এবং পাটনা, কালাহাণ্ডি, শোণপুর, বামরা ও রাইরাখোল নামক ৫টি দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের মাতৃভাষা উড়িয়া, এই হেতুতে লর্ড কার্জ্জন তাহাদিগকে উড়িষ্যার অন্তর্গত করিয়াছেন, কিন্তু খাস বঙ্গের যে ৪ কোটি ২৮ লক্ষ লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গলা ছিল, তাহাদিগকে পৃথক করিয়াছেন। তাহাদের ১ কোটি ৭২ লক্ষকে এক প্রদেশে, ২ কোটি ৫৬ লক্ষকে অন্য প্রদেশের অধিবাসী করা হইল ?

অঙ্গচ্ছেদের হেতু।

লর্ড কার্জ্জন অঙ্গচ্ছেদের দুই কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম কারণ এই যে, বঙ্গদেশের শাসন কার্য্যভার এমন গুরুতর হইয়াছে যে, একজন লোক আর ইহা বহন করিতে পারেন না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আসাম বড় ক্ষুদ্র প্রদেশ---ইহাকে বড় করিতে না পারিলে আসামের কোন উন্নতি হইবে না।

ছোটলাটের কার্য্যভার যদি দুর্ব্বহ হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গালী জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত না করিয়াও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাইত। বঙ্গের লোক সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ। পাটনা, ভাগলপুর, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের লোক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ। এই ৩ প্রদেশের উপর যদি বঙ্গের ছোটলাট রাজত্ব করেন এবং বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী, রাজসাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসাম লইয়া যদি নূতন প্রদেশ গঠন করা হয়, তবে বাঙ্গালীর কোন আপত্তি হইবে না। গবর্ণমেন্ট অল্প ব্যয়ে কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন। গবর্ণমেন্ট বাঁকিপুরে এক প্রাসাদ ক্রয় করিয়াছেন। সার এণ্ড্রুকে সেখানে পাঠাইয়া দিলেই গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। নূতন প্রদেশের রাজধানী কলিকাতাতেই থাকিত, রাজপুরুষদের বাসের জন্য কোন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইত না। অনেকে বেহার যুক্ত-প্রদেশের অন্তর্গত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেন্ট সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। বেহার স্বাস্থ্যকর স্থান, এখানে আহার সামগ্রী সুলভ। এখানে বহু নীলকর সপরিবারে বাস করেন, সুতরাং সিবিলিয়ানগণ বেশ আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতে পারেন। সিবিলিয়ানদের অসুবিধা হইবে সুতরাং বেহার পৃথক করা হইল না,

কিন্তু যে প্রস্তাবে বাঙ্গালী জাতির নির্ম্মূল হইবার আশঙ্কা আছে, সে প্রস্তাব মঞ্জুর করা হইল।

লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট স্থানিক ও ক্ষণিক আপত্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া সুশাসনের ও সমগ্র দেশবাসীর সুবিধা অবহেলা করিতে পারেন না।

লর্ড কার্জ্জন সমগ্র দেশ কাহাকে বলেন? লর্ড কার্জ্জন ও গুটি কয়েক সিবিলিয়ান, ইহাঁরা সমগ্র দেশ,—না আমরা বঙ্গের ৫ কোটী লোক সমগ্র দেশ? আমরা ৫ কোটি লোক বলিতেছি, বঙ্গভাগ করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিও না। আমাদের সে কথা গ্রাহ্য হইল না। আমাদের কথা ক্ষণিক ও স্থানিক বলিয়া অগ্রাহ্য করা হইল। আর বঙ্গভাগ করিলে যে সকল সিবিলিয়ান ছোটলাট হইয়া বৎসরে লক্ষ টাকা বেতন পাইবেন, যাঁহারা বোর্ডের মেম্বর হইয়া বৎসরে ৪৮ হাজার টাকা পাইবেন, যাহারা প্রধান সেক্রেটারী হইয়া ৪০ হাজার টাকা পাইবেন, তাঁহাদের কথাই যুক্তিযুক্ত হইল।

লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাড়াতাড়ি বঙ্গবিভাগের শেষ মীমাংসায় উপনীত হন নাই। ১৮ মাস কাল প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে; এবং, আসাম ও মধ্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ও রাজকর্ম্মচারিগণ বর্ত্তমান প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছেন।

লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন, মতামত প্রকাশের জন্য বহু সময় দেওয়া হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইতে হইয়াছে। চট্টগ্রাম ও ঢাকা, ময়মনসিংহ আসামের সামিল করা হইবে, জনসাধারণ কেবল এই সংবাদ শুনিয়াছিল। রাজসাহী বিভাগ ও অন্যান্য স্থান যে আসামের সহিত মিলাইয়া নূতন প্রদেশ গঠন করা হইবে, গবর্ণমেণ্ট একথা প্রকাশ করেন নাই। অতি সংগোপনে রাজসাহী বিভাগ এবং ফরিদপুর,

ঘাশবরগঞ্জ, মালদহ ও কোচবিহার নূতন প্রদেশের সামিল করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের আদেশ বাহির হওয়ার ৭ দিন পূর্ব্বেও কেহ বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, রাজসাহী বঙ্গের অপচ্যুত হইবে। "সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ" ভাবে যাহাদের সঙ্গে এই প্রস্তাবের সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহাদিগকে ঘুণাক্ষরেও ইহা জানিতে দেওয়া হয় নাই।

লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন, নূতন প্রদেশে ৩ কোটি ১০ লক্ষ ও বঙ্গে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের বাস হইবে। নূতন প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ এবং মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ এবং বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা ৪ কোটি ২০ লক্ষ ও মুসলমানের সংখ্যা ৯০ লক্ষ হইবে। নূতন প্রদেশে মুসলমানের এবং বঙ্গদেশে হিন্দুর প্রাধান্য হইবে।

লর্ড কার্জ্জন বঙ্গদেশ দুই ভাগ করিয়া এক খণ্ডে মুসলমানের এবং অপর খণ্ডে হিন্দুর প্রাধান্য স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আজ ৭০০ বৎসর একত্র বাস করাতে খাস বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন। খাস বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বন্ধুতা বই কোন শত্রুতা নাই। ইহারা উভয়েই আপনাদিগকে বাঙ্গালী নামে পরিচয় দিতে গৌরবান্বিত মনে করে। বঙ্গের পল্লীগ্রামে যাও, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাদা ভাই কাকা সম্পর্ক দেখিতে পাইবে। লর্ড কার্জ্জন এমন মিলনের স্থলে দ্বন্দ্ব আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুকে মুসলমানের অধীন এবং পশ্চিম বঙ্গে মুসলমানকে হিন্দুর অধীন করিবার প্রলোভন দেখাইয়াছেন। ভারতে কে কাহার অধীন? হিন্দু মুসলমান সকলেই ইংরাজের অধীন। সুতরাং হিন্দুর প্রদেশ আর মুসলমানের প্রদেশ, এই বাক্যে কেহ কখনও আত্ম-কর্ত্তব্য ভুলিবে না।

বঙ্গের হিন্দুদিগকে বলা হইয়াছে, তোমরা ৪ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু,

৯০ লক্ষ মাত্র মুসলমান, বঙ্গে হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ৪ কোটী ২০ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটি ১৩ লক্ষ, ৫৭, হাজার ৬৫৪ সুতরাং বঙ্গদেশে বাঙ্গালী সংখ্যাতে কখনও প্রধান হইবে না।

লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন, "লোকের অপ্রিয় না হইয়া এবং লোকের মনে ক্লেশ না দিয়া দেশ শাসন করা যায় না। কিন্তু একথা নিশ্চয় যে, নূতন প্রদেশের লোকের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা হইবে, তখন আর কোন ক্লেশের কারণ থাকিবে না।"

লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গালার মনের ক্লেশ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ হইয়া থাকে। জাতি ভেদের জন্য বাঙ্গালী ও আসামী ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের মধ্যে বিবাহ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালীর বিবাহ বড় কঠিন সমস্যা হইয়াছে। পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ একত্র থাকিলে যে সমস্যার শীঘ্র মীমাংসা হইত, কিন্তু লর্ড কার্জ্জন তাহা অসম্ভব করিলেন। লর্ড কার্জ্জন যে এই ঘোর অনিষ্ট করিলেন, বাঙ্গালী তাহা কিরূপে ভুলিবে? লর্ড কার্জ্জন প্রাচীন সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেন, নূতন সম্বন্ধ স্থাপনের কোন উপায় নাই। উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালিগণ এক ভাষায় কথা বলে, পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হয়। লর্ড কার্জ্জন তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দিলেন। বঙ্গের ৪ কোটি লোকের আবেদন নিবেদন বৃথা হইল, চক্ষের জল নিষ্ফল হইল।

অঙ্গচ্ছেদের ফল।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান লিখিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির শক্তি বিনাশ ও কলিকাতার প্রাধান্য খর্ব্ব করিবার জন্য বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করা হইল ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সম্পাদক নিজের কল্পনা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত

হন নাই। কলিকাতায় জনরব এই, কোন রাজপুরুষ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সম্পাদককে এই কথা বলিয়াছেন।

টাইম্‌স্‌ ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র। এই সংবাদপত্র চিরদিনই লর্ড কার্জ্জনের প্রশংসা করিয়া আসিতেছেন। লর্ড কার্জ্জন এক সময়ে টাইম্‌সের একজন লেখক ছিলেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে টাইম্‌সে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের কয়েক ছত্র আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

When Lord Curzon in 1901, separated the North-West Frontier Province from the Punjab the opposition to his proposal was mainly official. His action regarding Bengal has met with much more opposition of a different description. As matters at present stand, Assam contains scarcely three millions of Bengali-speaking population, whilst there are nearly 41 millions in Bengal who use that language. The effect of the new division of the provinces will be to split the Bengali population into two great sections, the larger of which will be under the newly constituted government, *and to abolish the numerical preponderance hitherto* enjoyed by the race in the greatest Indian province. The centre of Bengali interest, prosperity and political aspirations is in Calcutta, and it is impossible not to sympathize with the repugnance of their leaders for an arrangement which thus divides them under two separate governments.

টাইম্‌স লিখিয়াছেন, ১৯০১ সালে লর্ড কার্জ্জন পঞ্জাবের কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া "উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ" নামে নূতন এক প্রদেশ স্থাপন করিয়াছেন। রাজকর্ম্মচারীরাই প্রধানতঃ সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে লর্ড কার্জ্জন যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে অন্য প্রকৃতির গভীরতর প্রতিবাদ হইয়াছে। আসামে এখন বাঙ্গলা ভাষা ভাষী ৩০ লক্ষ লোক বাস

করে কিনা সন্দেহ। বঙ্গদেশে ৪ কোটি ১০ লক্ষ লোক বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কারণে বাঙ্গালাভাষা ভাষী-দিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইবে। বড় ভাগ নুতন প্রদেশের অন্তর্গত হইবে এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রদেশে বাঙ্গালী জাতির যে সংখ্যাধিক্য ছিল, তাহা লোপ হইবে। কলিকাতা বাঙ্গালীর স্বার্থ, সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র। সুতরাং বাঙ্গালী জাতিকে দুই পৃথক্ শাসনের অধীন করাতে বাঙ্গালী জাতির নেতৃবর্গ যে ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

ষ্টেট্স্ম্যান যাহা লিখিয়াছেন, টাইম্স্ তাহারই সমর্থন করিয়াছেন। টাইম্সের প্রবন্ধলেখক সরকারী কাগজপত্র পাঠ করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। টাইমসের প্রবন্ধ লেখক ৩টি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

১। "পূর্ব্ববাঙ্গালা ও আসামে" বাঙ্গালীর সংখ্যা বেশী ও বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা কম হইবে।

২। বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম প্রদেশ। এতকাল সংখ্যাধিক্য হেতু বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর প্রাধান্য ছিল। সংখ্যা হ্রাস হেতু সে প্রাধান্য নষ্ট হইবে।

৩। কলিকাতা বাঙ্গালী জাতির স্বার্থ, সমৃদ্ধি ও রাজনীতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র ছিল। কলিকাতা বাঙ্গালী জাতির আর অনুরাগের বস্তু থাকিবে না।

অঙ্গচ্ছেদের প্রধান ফল বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ। বাঙ্গালীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুর্ব্বল করা হইল। বঙ্গের সর্ব্ব প্রকার শক্তি কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হইতেছিল, সে শক্তি খর্ব্ব হইল।

রক্ষার উপায়।

জন্মভূমির জীবন রক্ষার জন্য তবে ৪ কোটি বাঙ্গালী গম্ভীর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হও। সকলে প্রতিজ্ঞা কর,(১) যতদিন বাঙ্গালীদিগকে পুনর্মিলিত করা না হয়, ততদিন কেহ ব্যবস্থাপক সভা, মিউনিসিপালিটি ও জেলা বোর্ডের সভ্য হইবে না, বা অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবে না। (২) তত দিন কেহ স্বদেশজাত দ্রব্য পাইতে বিদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। (৩) ততদিন কেহ রাজপুরুষদিগকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিবে না বা তাঁহাদের অভ্যর্থনায় জন্য অর্থ ব্যয় করিবে না। (৪) যতদিন সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে পুনরায় একত্র না করা হয়, তত দিন সমস্ত বাঙ্গালী অশৌচ ধারণ করিবে। এবং (৫) মুক্ত হস্তে অর্থদান করিয়া বঙ্গদেশে ও ইংলণ্ডে মহা আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইবে। ৪ কোটি বাঙ্গালী সমস্ত বঙ্গ পুনরায় এক করিবার জন্য মহা সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। যত দিন সিদ্ধি লাভ না হইবে, তত দিন তপস্যার বিরাম হইবে না।